রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সালাত আদায় পদ্ধতি আব্দুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন

বায

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে সালাত আদায় পদ্ধতি
https://islamhouse.com/২৬৫৩

- নবী [≝]-এর সালাত আদায়রে পদ্ধতি
 - 。 <u>ভূমকি</u>া

- পাঠকরে উদ্দশ্যে (নম্ন) তা
 বর্ণনা করা হলে: [সুন্দররূপ
 অযু করা]
- 。[<u>কবিলামূখী হওয়া]</u>

- রুকু, তা থকে মোথা উঠান ে ও
 তাত আরও যা রয়ছে[]
- দু' সাজদার মাঝখান বেসা ও
 তার পদ্ধতা

- দুই রাকাত বশিষ্ট সালাতরে
 তাশাহহুদরে জন্য বসা ও তার
 পদ্ধতা
- তিনি বা চার রাকা'আত বশিষ্টি সালাতরে তাশাহহুদরে জন্য বসা ও তার পদ্ধতা]
 - إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ؛ لاَإِلَهَ « لَكُلِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ؛ لاَإِلَهَ « كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى اللهِ اللهُ الل
 - উচ্চারণ: লা-ইলাহা

 ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, লাহুল মুল্কু
 ওয়াল্লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া
 আলা কুল্লি শাইইন
 ক্বাদীর।
 - لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ « . وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ

يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَىكُلِّ » شَيْءٍ قَدِيْرُ

নবী 🕮 -এর সালাত আদায়রে পদ্ধত

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

অনুবাদ: আব্দুন নূর ইবন আব্দুল জব্বার

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়া

<u>ভূমকা</u>

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষতি হোক তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরবাির-পরজিন এবং সাহাবীগণরে প্রতাি

আমি প্রত্যকে মুসলমি নারী ও পুরুষরে উদ্দশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সালাত আদায়রে পদ্ধতি সম্পর্ক সেংক্ষপ্তাকার বর্ণনা করত ইচ্ছা করছি। এর উদ্দশ্যে হলণে য,ে যারা পুস্তকািটি পাঠ করবনে তারা যনে প্রত্যকেইে সালাত পড়ার বিষয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে অনুসরণ করত পোরনে।
এ সম্পর্কনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলনে,

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصلِّيْ »

"তে।মরা সভোব সোলাত আদায় কর, যভোব আমাক সোলাত আদায় করত দেখে।"[১]

পাঠকরে উদ্দশ্যে (নিম্ন)ে তা বর্ণনা করা হলে: [সুন্দররূপ অেযু করা]

১. সুন্দর ও পরপূর্ণভাব েঅযু করব: আল্লাহ তা'আলা কুরআন েযভোব েঅযু করার নরি্দশে প্রদান করছেনে সভোব েঅযু করাই হল∙ো পরপূর্ণ অযু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সম্পর্ক েবলনে,

﴿ يَٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ﴾ [المائدة: ٦]

"হে মুমনিগণ! যখন তানেরা সালাতরে উদ্দশ্যে দেণ্ডায়মান হও তখন (সালাতরে পূর্বে) তানাদেরে মুখমণ্ডল ধনৌত কর এবং হাতগুলাকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ানেও, আর মাথা মাসহে কর এবং পাগুলাকে টোখনু পর্যন্ত ধুয়া ফলে।" [সূরা আল-মায়দোহ, আয়াত: ৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী হলাে:

«لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغِيْرِ طَهُوْرٍ»

"পবত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল করা হয় না।"[২]

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তকি েসালাত ভুল করার কারণ বেললনে:

﴿إِذَا قُمْتَ إِلَىَ الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ﴾

"তুমি যখন সালাত দোঁড়াব (সালাতরে পূর্ব)ে উত্তমরূপ অেযু করব।ে"<u>ত</u>ি

[কবিলামুখী হওয়া]

২. মুসল্ল বা সালাত আদায়কারী ব্যক্ত কিবিলামুখী হব: আর কবিলা হচ্ছকো'বা। যখোনইে থাকুক না কনে, সারা শরীর কবিলামূখী করব।ে আর মনে মনফের্য কংবা নফল সালাত যা পড়ার ইচ্ছা করছে সে সোলাত দৃঢ় ইচ্ছা করব। তব মুখ নেয়্যত উচ্চারণ করব না। কনেনা শরী আত মুখ নেয়িত উচ্চারণ করার বধৈতা নইে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংবা সাহাবীগণ মুখ উচ্চারণ কর নেয়্যত করনে না।

ইমাম কংবা একাকী সালাত আদায়কারী সামন (সুতরা) নশান (চহিন) দাঁড় করয়ি এের দকি সোলাত পড়ব।ে

আর কবিলামূখী হওয়া সালাতরে জন্য শর্ত। তব কেতপিয় মাসআলা এর ব্যতক্রম, যার বশিদ বর্ণনা আলমেগণরে কতিাব রেয়ছে।

<u>[তাকবীর েতাহরীমা ও তাকবীররে সময়</u> হাত উঠান**ো**]

- ৩. আল্লাহু আকবার বলতে।কবীরে
 তাহরীমা দয়ি সোলাত দোঁড়াব এবং
 দৃষ্টকি সোজদার স্থান নেবিদ্ধ রাখব।
- ৪. তাকবীর েতাহরীমার সময় উভয় হাতক কোঁধ অথবা কানরে লত বিরাবর উঠাব।ে
- ৫. এরপর তার দু'হাতকে বুকরে উপর রাখব।ে ডান হাতকে বাম হাতরে উপর রাখব।ে কারণ এভাবে রাখাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে সোব্যস্ত হয়ছে।ে

[প্রারম্ভকি দেণিআ বা সানা পাঠ]

৬. সুন্নাত হচ্ছে দেণে'আ ইস্তফেতাহ [সানা] পাঠ করা। আর তা হচ্ছ:ে

﴿ اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَاياَيَ كَمَا بَاعَدَتَّ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ عِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرْدِ »

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া, কামা বা'আদ্তা বাইনাল মাশরকি্বী ওয়াল মাগরবিরি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মনি খাতাইয়ায়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াদু মনািদ্দানাসরি, আল্লাহুম্মাগছলিনী মনি খাতাইয়ায়া বলি মায়ি, ওয়াছ্ছালজরি, ওয়াল বারাদি। "হ েআল্লাহ! তুম িআমাক েআমার পাপগুল∙ো থকেে এত দূরে রোখ যমেন, পূর্ব ও পশ্চমিক পেরস্পরক পেরস্পর থকে েদূর রেখেছে। হ েআল্লাহ! তুম আমাক েআমার পাপ থকে এেমনভাব পরষ্কার করে দাও, যমেন সাদা কাপড়ক মেয়লা থকে পেরষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাক আমার পাপ থকেে (পবত্র করার জন্য) পান, বরফ ও শশিরি দ্বারা ধুয় েপরিষ্কার কর দোও।"[8]

আর যদ কিউে চায় তাহল েপূর্বরে দে। 'আর পরবির্ত নেম্নরে দে। 'আটওি পাঠ করত পোর।

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বহািমদকাি, ওয়া তাবারাকাস্মুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

"হ ে আল্লাহ! আম িত োমার পবত্রতা বর্ণনা করছ। তুম প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অত উচ্চ,ে আর তুম ব্যতীত সত্যকাির কোনো মা'বৃদ নই।"

পূর্বরে দেশে আ দু'টিছিাড়াও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে অন্যান্য যদেকল দেশে আয় ইস্তফেতাহ বা সানা বলা প্রমাণতি তা পাঠ কর তেব কেনেন বাধা নই।
কন্তু উত্তম হলনে য কেখনও এটি
আবার কখনও অন্যটি পড়া। কারণ, এর
মাধ্যমে রোসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে পরপূর্ণ অনুসরণ
প্রতফিলতি হব।

এরপর বলব:

আঊ্যু বল্লাহ মিনাশ শায়তানরি রাজীম, বসিমল্লাহরি রাহমানরি রাহীম।

"আম বিতাড়তি শয়তান থকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় প্রার্থনা করছ। রহমান, রহীম আল্লাহর নাম শুরু করছ।" অতঃপর সূরা ফাতহাি পাঠ করব।ে কনেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

« لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »

"যবে্যক্ত (সালাত) সূরা ফতহা পাঠ করনো তার সালাত হয় না।" [৫] সূরা ফতহা পাঠ শষে জোহরী সালাত (মাগরবি, এশা ও ফজর) উচ্চস্বর আর ছরির সালাত (জে।হর ও আসর) মন মন আ-মীন বলব।

এরপর পবত্র কুরআন থকে যে পরিমাণ সহজসাধ্য হয় তা পাঠ করব। উত্তম হলণে সূরা ফাতহাির পর জে।হর, আসর এবং এশার সালাত কুরআন মাজীদরে আওছাত মুফাচ্ছাল (মধ্যম ধরনরে সূরা) এবং ফজরে তিথয়াল (লম্বা ধরনরে সূরা) আর মাগরবিরে সালাত কেখনও তওিয়াল অথবা কসার থকে পোঠ করব।ে তাত এে ব্যাপার বর্ণতি হাদীসরে ওপর আমল করা হব।ে

[রুকু, তা থকে মোথা উঠান∙ো ও তাত আরও যা রয়ছে[]

৭. উভয় হাত দু'কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ি আল্লাহু আকবার বল েরুকুত যোব।ে মাথাক পেঠি বরাবর রাখব এবং উভয় হাতরে আঙ্গুলগুল োক থেলাবস্থায় উভয় হাটুর উপর রোখব।েরুকুত ইতমনান বা স্থরিতা অবলম্বন করব।ে এরপর বলব: "সুবহানা

রাব্বয়ািল 'আযীম'' "আমার মহান প্রভূ পবত্র-মহান।"

দেশে আটি তিনি বা তার অধকি পড়া ভালণে এবং এর সাথ েনম্নরে দেশে আটিওি পাঠ করা মুস্তাহাব।

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ »

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বহািমদকাি, আল্লাহুম্মাগফরিল।ি

"হ েআল্লাহ! আমাদরে রব, তণেমার পবত্রতা বর্ণনা করছ তিণেমার প্রশংসাসহ। হ েআল্লাহ! আমাক ক্ষমা কর।"

৮. উভয় হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠয়ি "সাম'িআল্লাহু লমািন হামিদাহ" বলরেকু থকে মোথা উঠাব।ে ইমাম হসিবে সোলাত আদায়কারী বা একাকী সালাত আদায়কারী উভয়ই দে 'আটি পাঠ করব।ে রুকু থকে খোড়া হয় বেলব:

﴿رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فَيْهِ؛ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ؛ وَمِلَءَ ما بَيْنَهُمَا ؛ وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ﴾

উচ্চারণ: রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাছরািন তাইয়্যবােম মুবারাকান ফ-িহ, মলিয়াস সামাওয়াতি ওয়া মলিয়াল আরদি, ওয়া মলিয়া মা বাইনাহুমা, ওয়া মলিয়া মা শি'তা মনি শাইয়নি বা'দু।

"হ েআমাদরে রব! ত∙োমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ত∙োমার প্রশংসা অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়, যা আকাশ ভর্ত কির দেয়ে, যা পৃথবী পূর্ণ কর দেয়ে, উভয়রে মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ কর এবং এগুল ো ছাড়া তুম অন্য যা কছি চাও তাও পূর্ণ কর দেয়ে।"

আর যদি মুক্তাদি হয়, তব েতনি মাথা উঠান োর সময় বলবনে, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু... থকে বোকী অংশ।

পূর্বরে দেনে 'আটরি পর (ইমাম হসিবে সোলাত আদায়কারী, একাকী সালাত আদায়কারী কংবা মুক্তাদ হিসিবে সোলাত আদায়কারী) সবাই যদ নিম্নরে দেনে 'আটওি পাঠ কর তেব তোও ভালনে: ﴿أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ؛ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ؛ وَكُلُّنا لَكَ عَبْدُ؛ وَكُلُّنا لَكَ عَبْدٌ؛ اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

উচ্চারণ: আহলুস্সানায় ওিয়াল মাজদ,িআহাক্কু মা ক্কালাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন। আল্লাহুম্মা! লা- মানি আ লমাি আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়াি লমাি মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মনিকালজাদ্দু।

"হ েআল্লাহ! তুমইি প্রশংসা ও মর্যাদার হক্কদার, বান্দা যা বল েতার চয়েওে তুম িঅধকিতর হকদার এবং আমরা সকল তেনােমারই বান্দা। হ আল্লাহ! তুমি যা দান করছেনাে, তার প্রতরিণেধকারী কউে নইে। আর তুমি যা নিষদ্ধ করছেণে তা প্রদানকারীও কউে নইে এবং কণেনণে সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা তণেমার দরবার উপকৃত হতপোরবনো।"

কারণ তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে সোব্যস্ত হয়ছে।

রুকু থকে মোথা উঠান ের পর ইমাম ও মুক্তাদী সকলরে জন্য দাঁড়ান ে। অবস্থায় যে ভাব েউভয় হাত বুকরে উপর ছলি স ভোব বুকরে উপর উভয় হাত রাখা মুস্তাহাব। কারণ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে ওয়ায়লে ইবন হুজর এবং সাহল

ইবন সা'দ রাদিয়ািল্লাহু আনহুমার বর্ণতি হাদীস থকে এর প্রমাণ রয়ছে।

[সাজদাহ, তা থকে মোথা উঠান াে ও তাত আরও যা রয়ছে[]

৯. আল্লাহু আকবার বলং, যদি কোনো প্রকার কষ্ট না হয় তা হলং উভয় হাতরে আগং দুই হাটু (মাটতিরেখেং) সাজদায় যাবাে আর যদি কিষ্ট হয় তাহলং উভয় হাত হাটুর পূর্বং (মাটতিং) রাখবাে আর তখন হাত ও পায়রে আঙ্গুলগুলাো কবিলামুখী থাকবং এবং হাতরে আঙ্গুলগুলাো মলিতি ও প্রসারতি হয়ে থাকবাে আর সাজদাহ হবে সাতটি অঙ্গরে উপর। অঙ্গগুল ো হল ো: নাকসহ কপাল, উভয় হাতুলী, উভয় হাটু এবং উভয় পায়রে আঙগুলরে ভতিররে অংশ।

সাজদায় গয়িবেলব: "সুবহানা রাব্বয়াল আ'লা" "আমার সর্বণেচ্চ রব্ব (আল্লাহ) অত পিবত্র-মহান।" সুন্নাত হচ্ছতেনি বা তার অধকিবার তা পুনরাবৃত্ত কিরা। আর এর সাথতে নম্নিরে দণে 'আটি পিড়া মুস্তাহাব:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّناً وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ »

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বহািমদকাি আল্লাহুম্মাগফরিলা। "হ েআল্লাহ! আমাদরে রব, ত োমার পবত্রতা বর্ণনা করছ তি োমার প্রশংসা সহকার।ে হ েআল্লাহ! আমাক ক্ষমা কর।"

আর সাজদায় বশে বিশে দি । 'আ করবনে। কারণ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লাম বলছেনে:

> «فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب»

"তেনেমরা রুকু অবস্থায় মহান রবরে শ্রষ্ঠেত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর আর সাজদারত অবস্থায় অধকি দেশে আ করার চষ্টা কর, কনেনা তা তেনমাদরে দেশে আ কবুল হওয়ার অধকি উপযোগী অবস্থা।" [৬]

ফর্য অথবা নফল উভয় সালাত েমুসলমি (সালাত আদায়কারী) সাজদার মধ্য তোর নজিরে এবং মুসলমিদরে জন্য আল্লাহর কাছ েদুনিয়া ও আখরোতরে কল্যাণরে জন্য দে। 'আ করব।

আর সাজদার সময় উভয় বাহুক
পার্শ্বদশে থকে, পটেক উভয় উরু
এবং উভয় উরু পণ্ডলী থকে আলাদা
রাখব এবং উভয় বাহু মাট থকে উপর
রাখব; কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

﴿إِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَيبِسِطُ أَحْدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ»

"তেনেরা সাজদায় বরাবর সনেজা থাকব। তনেমাদরে কউে যনে ত োমাদরে উভয় হাতক কেুকুররে ন্যায় বছিয়ি প্রসারতি না রাখ।"[৭]

<u>দু' সাজদার মাঝখান বেসা ও তার</u> পদ্ধত<u>ি</u>

১০. আল্লাহু আকবার বল (সাজদাহ থকে)ে মাথা উঠাব।ে বাম পা বছিয়ি দেয়ি তোর উপর বসব এবং ডান পা খাড়া কর রোখব।ে দু'হাত তার উভয় রান (উরু) ও হাঁটুর উপর রাখব এবং নম্নিরে দে। 'আটি বলব।ে

> «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُ قْنِيْ وَعَافِنِیْ وَاجْبُرْنِیْ »

উচ্চারণ: রাব্বগিফরিলী, ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী ওয়া আ'ফিনী ওয়াজবুরনী।

"হেরেব্ব আমাক কেষমা কর, আমাক রহম কর, আমাক হেদািয়তে দান কর, আমাক রেযিকি দান কর, আমাক সুস্থ্যতা দান কর এবং আমার ক্ষয়ক্ষত পূরণ কর।"

আর এ বঠৈক ধৌর স্থরি থাকব<u>[৮</u>]।

১১. আল্লাহু আকবার বল েদ্বতীয় সাজদাহ করব এবং দ্বতীয় সাজদায় তাই করব প্রথম সাজদায় যা করছেল।

১২. সাজদাহ থকে েআল্লাহু আকবার বলমোথা উঠাব।ে ক্ষণকিরে জন্য বসব,ে যভোব উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসছেল। এ ধরনরে পদ্ধততি বসাক "জলসায় ইসতরোহা" বা আরামরে বঠৈক বলা হয়। আলমেদরে দু'ট মিতরে মধ্য অধিক সহীহ মতানুসার এ ধরনরে বসা মুস্তাহাব এবং তা ছড়ে দেলি কেনেনা দিনেষ নইে। এ বসা "জলসায় ইস্তরোহা"ত পেড়ার জন্য কনেনা বিনা যিকিরি বা দেশ আনই।

অতঃপর দ্বতীয় রাকাতরে জন্য যদি সহজ হয় তাহল েউভয় হাঁটুত েভর কর উঠ দোঁড়াব।ে কন্তু কষ্ট হল মোটতি ভর কর দোঁড়াব।

এরপর (প্রথম)ে সূরা ফাতহাি এবং কুরআনরে অন্য কনোননাে সহজ সূরা পড়ব।ে তারপর প্রথম রাকাত েযভোব করছে ঠেকি সভোবইে দ্বতীয় রাকাতওে করব<u>[১</u>]।

<u>[দুই রাকাত বশিষ্ট সালাতরে</u> <u>তাশাহহুদরে জন্য বসা ও তার পদ্ধত</u>ি]

১৩. সালাত যদি দু'রাকাত বশিষ্ট হয় যমেন, ফজর, জুমু'আ ও ঈদরে সালাত, তাহল দ্বিতীয় সাজদাহ থকে মোথা উঠিয়ি ডোন পা খাড়া কর বোম পায়রে উপর বসব।ে ডান হাত ডান উরুর উপর রখে শোহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল ছাড়া সমস্ত আঙ্গুল মুষ্টবিদ্ধ কর দেণে আও আল্লাহর নাম উল্লখে করার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা নাড়িয়ি তোওহীদরে ইশারা করব।ে যদি ডান

হাতরে কনষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ রখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিধ্যমাঙ্গুলরি সাথ মলিয়ি গেণালাকার কর শোহাদাত বা তর্জনী দ্বারা ইশারা কর তেব তোও ভালণো কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম থকে দু'ধরনরে বর্ণনাই প্রমাণতি। উত্তম হলণে যথে, কখনও এভাব এবং কখনও ওভাব করা।

আর বাম হাত বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখব।ে অতঃপর এই বঠৈক েতাশাহহুদ (আত্তাহয়্িযতু..) পড়ব।ে

তাশাহহুদ বা আত্তাহয়্িযতু:

﴿التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَن لَّاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَن كَّاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

উচ্চারণ: "আত্তাহয়িযাতু লল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যবিাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবয়ি্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদল্লিহছি ছালহিীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

"যাবতীয় সম্মানরে সম্ভাষণ, যাবতীয় সালাত ও পবত্রতা কবেলমাত্র আল্লাহর জন্য। হনেবী! আপনার ওপর আল্লাহর শান্তা, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদরে ওপর এবং আল্লাহর সং বান্দাগণরে ওপর সালাম। আমা সাক্ষ্য দচ্ছি যি, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো মা'বূদ নইে এবং আরণে সাক্ষ্য দচ্ছি যি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

অতঃপর বলব:

﴿اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِٰ يَدُ مَجِيْدٌ »

উচ্চারণ: ''আল্লাহুম্মা সাল্ল িআলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-ল মুহাম্মাদনি কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রা-হীমা ওয়া আলা আ-ল ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বা-রকি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদনি কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা ওয়া আলা আল-ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

"হ ে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসালাম ও তাঁর পরবারবর্গরে ওপর সালাত পশে করুন। যমেন, আপন ইবরাহীম ও তার পরবারবর্গরে ওপর সালাত পশে করছেনে। নশ্চিয় আপন প্রশংসতি ও গৌরবান্বতি। আর আপন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম

ও তাঁর পরবািরবর্গরে ওপর বরকত নাযলি করুন, যমেন আপনি ইবরাহীম ও তার পরবািরবর্গরে ওপর নাযলি করছেনে। নশ্চিয় আপনি প্রশংসতি ও গৌরাবান্বতি।"

এরপর আল্লাহর কাছ েচারটি বস্তু থকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।ে

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْتَجَالِ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মনি 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মনি 'আযাবলি ক্বাবরি, ওয়া মনি ফতিনাতলি্ মাহইয়া ওয়ালমামাতি ওয়া মনি ফতিনাতলি মাসীহদি দাজ্জাল। "আম িআল্লাহর আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামরে আযাব থকে,ে কবররে শাস্ত থিকে,ে জীবন ও মৃত্যুর যন্ত্রণা থকে এবং মাসীহ দাজ্জালরে ফতিনা থকে।"

এরপর দুনিয়া ও আখরোতরে মঙ্গল কামনা কর নেজিরে পছন্দমত য কেনেনে দেশে আ করব। যদি তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুসলমিদরে জন্য দেশে আ কর তোত কেনেনে দেশেষ নই। দেশে আ করার বিষয় ফের্য অথবা নফল সালাত কেনেনেই পার্থক্য নই। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কথায় ব্যাপকতা রয়ছে। ইবন মাসউদরে হাদীস যেখন তনি

তাশাহহুদ শক্ষা দচ্ছলিনে তখন বলছেলিনে:

«ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْا »

"অতঃপর তার কাছ েয েদে। 'আ পছন্দনীয়, তা নরি্বাচন কর দে। 'আ করব।'' অন্য এক বর্ণনায় আছ,

«ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ »

''অতঃপর যা ইচ্ছা চয়ে দে∙ো'আ করত পোর।ে''

রাসূলরে এ বাণী বান্দার দুনয়াি ও আখরােতরে সমস্ত উপকারী বিষয়রে দো আক শােমলি কর।ে অতঃপর (সালাত আদায়কারী) তার ডান দিকি (তাকয়ি) "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" "তোমাদরে ওপর শান্ত ও আল্লাহর রহমত নাযলি হউক এবং বাম দিক (তাকয়ি) "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বল সোলাম ফরিবে।

<u>তিনি বা চার রাকা'আত বশিষ্টি</u> সালাতরে তাশাহহুদরে জন্য বসা ও তার পদ্ধতা

১৪. সালাত যদ তিনি রাকাতবশিষ্ট হয়, যমেন মাগরবিরে সালাত অথবা চার রাকাতবশিষ্ট হয় যমেন জেণহর, আসর ও এশার সালাত, তাহল পূর্বণেল্লখিতি "তাশাহহুদ" পড়ব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রতি দুরূদও পাঠ করব।ে

অতঃপর আল্লাহু আকবার বল েহাটুত ভর করে (সেণজা হয়)ে দাঁড়য়ি েউভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠয়ি েপূর্বরে ন্যায় বুকরে উপর রাখবে এবং শুধু সূরা ফাতহাি পড়ব।ে যদি কিউে জে।হররে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত েকখনও সূরা ফাতহার অতরিক্ত অন্য কনেননে সুরা পড়ে তব কেনেন বাধা নইে। কনেনা এব্ষয় আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্য়ািল্লাহু আনহু কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম থকে েবর্ণতি হাদীস প্রমাণ বহন করছ।<a>[১০]

অতঃপর মাগরবিরে সালাতরে তৃতীয় রাকাত এবং জে।হর, আসর ও এশার সালাতরে চতুর্থ রাকআতরে পর দু' রাকা'আত বশিষ্ট সালাতরে ন্যায় তাশাহহুদ পড়ব।

তারপর মুসল্ল িতার ডানদকি ও বামদকি েসালাম ফরািব।ে

সালাতরে শষে বঠৈক এবং এর পরবর্তী সময় সুন্নাতী কছি দণে আ:

আনাস রাদিয়ািল্লাহু আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধকি সময় নম্নরে দেণি আটি পাঠ করতনে। ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

যমেন তা দু'রাকাত ওয়ালা সালাত উল্লখে হয়ছে।ে (অতঃপর শষে বঠৈকরে জন্য বসব)ে তব েএ বঠৈক তোওয়াররুক কর বেসব অর্থাৎ ডান পা খাড়া কর এবং বাম পা ডান পায়রে নম্ন দয়িবেরে কর রোখব।ে পাছা যমীনরে উপর স্থরি রাখব।ে এ বষিয় েআবু হুমাইদ রাদয়াল্লাহু আনহু থকে হোদীস বর্ণতি হয়ছে।ে এরপর সবশষে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বল প্রথম েডান দকি এবং পর বোম দকি সালাম ফরিাব।

(সালামরে পর) ৩ বার
"আসতাগফরিল্লাহ" পড়ব (আমি
আল্লাহর কাছ কে্ষমা প্রার্থনা করছ)
নিম্নরে দে 'আগুল ে (১ বার) পড়ব:

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لاَحُوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ؛ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لِلاَ إِيّاهُ؛ لَهُ النّعْمَةُ ولَهُ لاَإِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ الْفَصْلُ وَلَهُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ الْفَافِرُونَ» لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাছ ছালামু, ওয়া মনিকাছ ছালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, লাহুল মুল্কু অলাহুল হাম্দু
ওয়াহুয়া আলা কুল্ল িশাইইন ক্বাদীর।
আল্লাহুম্মা! লা- মানি আ লিমা
'আতাইতা ওয়ালা মু'তিয়া

লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ
যালজাদ্দি মিনিকাল্জাদ্দু। লা- হাওলা
ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু,ওয়ালা না'বুদু ইল্লা
ইয়্যাহু, ল্লাহুননি'মাতু ওয়াল্লাহুল
ফাদলু, ওয়াল্লাহুস্ সানাউল হাসানু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদীনা
ওয়ালাউ কারহিলে কাফরিন।

"হ েআল্লাহ! তুম িশান্ত িদাতা, আর ত∙োমার কাছইে শান্ত,ি তুম িবরকতময়,

হ েমর্যাদাবান এবং

কল্যাণময়।"আল্লাহ ছাড়া (সত্য)
কোনো মা'বূদ নইে, তনি একক, তাঁর
কোনো শরীক নইে, সকল বাদশাহী ও
সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তনি সিব
কছির উপরইে ক্ষমতাশালী। একমাত্র
অল্লাহ ছাড়া দুঃখ কষ্ট দূরকিরণ এবং
সম্পদ প্রদানরে ক্ষমতা আর কারণা
নইে।

হ আল্লাহ! তুমি যা দান করছেনে, তার প্রতরিনেধকারী কউে নইে। আর তুমি যা নিষিদ্ধি করছেনে তা প্রদানকারীও কউে নইে এবং কনেননে সম্মানী ব্যক্তি তার উচ্চ মর্যাদা দ্বারা তনেমার দরবার উপকৃত হত পোরবনো।" আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কনেননো মা'বূদ নইে। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নি'আমতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কনেননো (সত্য) মা'বূদ নইে। আমরা তাঁর দওেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে পালন করি। যদিও কাফরিদরে নকিট তা অপছন্দনীয়।

"সুবহানাল্লাহ" ৩৩ বার (আল্লাহ পাক-প্রতির) "আলহামদুলল্লাহ" ৩৩ বার (সকল প্রশংসা আল্লাহর) আল্লাহু আকবার" ৩৩ বার পড়ব (আল্লাহ স্বচয়ে বড়) আর একশত পূর্ণ করত নেম্নরে দে। আটি পড়ব।

«لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشْرَيْكَ لَهُ ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْمَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ »

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়াল্লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

"আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কনোননো মা'বূদ নইে, তনি একক, তাঁর কনোননো শরীক নইে। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তনিইি সবকছুর ওপর ক্ষমতাশালী।"

অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করব:

﴿ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّا أُرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِةٍ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يُودُهُ حِفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٥٥٤﴾ [البقرة: ٢٥٥]

উচ্চারণ: "আল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা হুঅ, আল হাইয়্যুল কাইয়্য্ম, লা-তা'খুযুহু ছনিাতুউ অলা নাউম, লাহ মা ফচ্ছামাওয়াত িওয়ামা ফলি আরদঃ মান্যাল্লায়ী ইয়াশফা'উ ইন্দাহু ইল্লা বহিষনহি, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহমি ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বশাইয়মি মনি ইলমহী, ইললা বিমা শা -য়া, ওয়াছিআ কুরছহিয়্যুহুচ্ছামাওয়াত,ি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউদ্হ হফিজ্হমা ওয়াহয়াল আলহিয়ল আযীম।"

"আল্লাহ তনি ছিাড়া অন্য কনোননে (সত্য) মাবূদ নইে, তনি চিরিঞ্জীব, সবকছির ধারক, তাঁক তেন্দ্রা এবং নদ্রা স্পর্শ করত পোর নো। আকাশ ও পৃথবীত যো কছি আছ সেবই তাঁর। ক আছ এমন

যা, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছাে
সুপারশি করবাং? তাদরে সম্মুখা ও
পশ্চাতাে যা কছিু আছাে তা তনি িঅবগত
আছনে। যতটুকু তনি ইচ্ছা করনে,
ততটুকু ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানরে কছিুই
আয়ত্ত করতাে পারা না৷ তাঁর কুরসী
সমস্ত আকাশ ও পৃথাবী পরবিষ্টতি
করাে আছাে আর সগুলোন্ত করাে না৷
বাক্ষণ করা তাঁকাে ক্লান্ত করাে না৷

তনি মহান শ্রষ্ঠ।" [সূরা আল-বাকারাহ, <mark>আয়াত:</mark> ২৫৫]

প্রত্যকে সালাতরে পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ব।ে মাগরবি ও ফজর সালাতরে পর এই সূরা তনিটি (ইখলাস, ফালাক এবং নাস) তনিবার করে পুনরাবৃত্ত কিরা মুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম থকে এ সম্পর্ক সেহীহ হাদীস বর্ণতি হয়ছে।

একইভাবে পূর্ববর্তী দেশ আগুল নের সাথ ফেজর ও মাগরবিরে সালাতরে পর নম্নরে দেশ আটি বৃদ্ধ িকর দেশবার কর পোঠ করা মুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম থকে েএ সম্পর্ক (হাদীস) প্রমাণতি আছ।ে

«لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشْرَيْكَ لَهُ ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُدُ يُحْدِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَيْكُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ » الْحَمْدُ يُحْدِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَيْكُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ »

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু,ওয়াহদাহু লা-শারীকাল্লাহু, ল্লাহুল মুলকু, ওয়াল্লাহুল হামদু, ইওহয়্যি ওয়া ইওমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

"আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কনোননো মা'বূদ নইে, তনি একক, তাঁর কনোননো শরীক নইে। সকল বাদশাহী ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তনিইি জীবতি করনে ও মৃত্যু দান করনে। তনিইি সব কছির ওপর ক্ষমতাশালী।"

অতঃপর ইমাম হল েতনিবার "আসতাগফরিল্লাহ"এবং "আল্লাহ্ম্মা আন্তাস সালামু, ওয়ামনিকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম।" বল েমুকতাদীদরে দকি ফরিয়ি মুখামুখী হয় বেসব।ে অতঃপর পূর্বে।ল্লখিতি দে। আগুলে। এ ব্যায় অনকে হাদীস বর্ণতি হয়ছে,ে এর মধ্য সেহীহ মুসলমি আয়শো রাদয়ািল্লাহু আনহা কতৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম থকে বর্ণতি আছ।ে এই সমস্ত আযকার বা দেে 'আ পাঠ করা সুন্নাত, ফর্য নয়।

প্রত্যকে মুসলমি নারী এবং পুরুষরে জন্য জেণেহর সালাতরে পূর্ব ৪ে রাকাত এবং পর ে২ রাকাত, মাগরবিরে সালাতরে পর ২ রাকাত, এশার সালাতরে পর ২ রাকাত এবং ফজররে সালাতরে পূর্ব ে২ রাকাত- মণেট ১২ রাকাত সালাত পড়া মুস্তাহাব। এই ১২ (বার) রাকাত সালাতক সুনান রাওয়াতবি বলা হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম উক্ত রাকাতগুলণে মুকীম অবস্থায় নয়িমতি যত্ন সহকারে আদায় করতনে। আর সফররে অবস্থায় ফজররে সুন্নাত ও (এশার) বতির ব্যতীত অন্যান্য রাকাতগুলণে ছড়ে দতিনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম সফর এবং মুকীম অবস্থায় উক্ত ফজররে সুন্নাত ও বতির নয়িমতি আদায় করতনে। তাই আমাদরে জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আমলই হলণে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةً﴾ [الاحزاب: ٢١]

"নশ্চিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লামরে মধ্য তেনামাদরে জন্য রয়ছে েউত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত: ২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে,

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»

"ত োমরা সভোব সোলাত আদায় কর, যভোব আমাক সোলাত আদায় করত দেখে।"[১১]

এই সমস্ত সুনান রাওয়াতবি এবং বতিররে সালাত নজি ঘরইে পড়া উত্তম। যদি কিউে তা মসজদি পেড় তোত কোনো দোষ নইে। এ সম্পর্কনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে,

« أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتوبَةْ»

"ফরয সালাত ব্যতীত মানুষরে অন্যান্য সালাত (নজি) ঘরইে পড়া উত্তম।" এই সমস্ত রাকাতগুল ে। (১২ রাকাত সালাত) নয়িমতি যত্ন সহকার আদায় করা হল ে। জান্নাত প্রবশেরে একটি মাধ্যম।

সহীহ মুসলমি েউম্ম হোবীবাহ রাদয়িাল্লাহু আনহা থকে বের্ণতি, তনি বেলনে য,ে আম রিাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িয়াসাল্লামক বেলত শুনছে:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصلِّيْ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُعًا إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

"য কেনেনে মুসলমি ব্যক্তই আল্লাহর জন্য (খালসে নয়্যত)ে দবাি-রাত্র ১২ (বার) রাকাত নফল সালাত পড়ব,ে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য একটি জান্নাত ঘের বানাবনে।" আমরা

যা পূর্ব েউল্লখে করছে ইমাম তরিমযিী তার বর্ণনায় অনুরূপ বসি্তারতি আল•োচনা করছেনে।

যদি কিউ আসররে সালাতরে পূর্ব ৪ (চার) রাকাত এবং মাগরবিরে সালাতরে পূর্ব ২ (দুই) রাকাত এবং এশার সালাতরে পূর্ব ২ (দুই) রাকাত পড় ,ে তাহল তো উত্তম হব।ে কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

«رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ »

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তরি ওপর রহম করুন,য আসররে (ফরয) সালাতরে পূর্ব চোর রাকাত (নফল) সালাত পড় থাক।"<u>[১২]</u> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ؛ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ؛ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ »

"প্রত্যকে আযান ও ইকামতরে মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) সালাত, প্রত্যকে আযান ও ইকামতরে মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) সালাত।" তৃতীয় বার বলনে "যে ব্যক্ত পিড়ার ইচ্ছ কের।"[১৩]

যদ কিউে জে। হররে পূর্ব ৪ে (চার) রাকাত এবং পর ৪ে (চার) রাকাত পড় তবে তা ভাল। এর প্রমাণ রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبْعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىَ عَلَى النَّارِ »

"যবে্যক্তি জি∙োহররে পূর্ব ে৪ (চার) রাকাত ও পর ে৪ (চার) রাকাত (সুন্নাত সালাত) এর প্রতি যত্নবান থাকে, আল্লাহ পাক তার ওপর জাহান্নামরে আগুন হারাম করে দেবিনে।'' ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করছেনে এবং আহল েসুনান সহীহ সূত্র েউম্ম হাবীবাহ থকে েউল্লখে করছেনে। অর্থা९ সুনান রোতবোর সালাত জেেহররে পর ে২ রাকাত বৃদ্ধ িকর পড়ব।ে কারণ, জ∙োহররে পূর্বে ৪ রাকাত এবং পর ে২ রাকাত পড়া সুনান রাতবোহ। অতএব, জ∙োহররে পর ে২ রাকাত বৃদ্ধ িকরল েউম্ম হোবীবাহর

হাদীসরে প্রতি আমল হব। আল্লাহই তাওফীকদাতা। দুরূদ ও সালাম বর্ষতি হোক, আমাদরে প্রয়ি নবী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরবিার-পরজিন এবং সাহাবীগণরে প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর ইত্তবো' করবনে তাদরে প্রতিও।

সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে "তোমরা সভোব সোলাত আদায় কর, যভোব আমাক সোলাত আদায় করত দেখে।" তাই প্রত্যকে মুসলমি নারী ও পুরুষরে উদ্দশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সালাত আদায়রে পদ্ধত সিম্পর্ক সংক্ষপি্তাকার এে পুস্তকটরি অবতারণা, যনে প্রত্যকেইে সালাত পড়ার বিষয় নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসরণ করত পোরনে। আশা কর এিত সেকলইে উপকৃত হবনে।

[১] সহীহ বুখারী।

[২] মুসলমি, তাহারাত, হাদীস নং ২২৪; তরিময়ি, হাদীস নং ১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭২; মুসনাদ আহমাদ (২/৭৩) তার সহীহ গ্রন্থ বের্ণনা করছেনে।

- [৩] সহীহ বুখারী, কতািবুল ইস্তযােন, হাদীস নং ৫৭৮২; আইমান ওয়ান নুযূর, হাদীস নং ৬১৭৪; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৭৩০; ইবন মাজাহ, তাহারাত, হাদীস নং ৪৪১।
- [8] সহীহ বুখারী ও মুসলমি।
- 🕑 সহীহ বুখারী ও মুসলমি।
- 😉 সহীহ মুসলমি।
- [৭] সহীহ বুখারী ও মুসলমি।
- [৮] যাত েপ্রতটি হাড়রে জণের তার নজিস্ব স্থান ফেরি েযতে পোর,ে রুকুর পররে ন্যায় স্থরি দাঁড়ানণের মতণে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ

ওয়াসাল্লাম রুকুর পর েও দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময় েস্থরিতা অবলম্বন করতনে।

🔝 মুক্তাদী তার ইমামরে পূর্বে কেনেনে কাজ করা জায়যে নইে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িহয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতক েএ রকম করা থকে সতর্ক করছেনে। ইমামরে সাথ েসাথ (একই সঙ্গ)ে করা মাকরুহ। সুন্নাত হল ে যে, মুক্তাদীর প্রতটি িকাজ কণেনণে শথিলিতা না কর েইমামরে আওয়াজ শ্যে হওয়ার সাথ হেব।ে এ সম্পর্কনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, "ইমাম এই জন্যই নরিধারণ করা হয়, যাত েতাক অনুসরণ

করা হয়, তার প্রত িতেনেরা ইখতলোফ করবনো। সুতরাং ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলব তেনেমরাও আল্লাহু আকবার বলব এবং যখন তনি রুকু করবনে তণেমরাও রুকু করবে এবং তনি যখন "সাম'িআল্লাহু লমািন হামদািহ''বলবনে তখন তণেমরা "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"বলব েআর ইমাম যখন সাজদাহ করবনে তণেমরাও সাজদাহ করব।ে"[সহীহ বুখারী ও মসলমি]

[১০] প্রথম তাশাহহুদ েযদ নিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে প্রতি দুরূদ পাঠ করা ছড়ে দেয়ে এতওে কনোননা ক্ষতি নিইে। কারণ, প্রথম বঠৈক দুরূদ পাঠ করা ওয়াজবি নয় বরং মুস্তাহাব।

<u>[১১]</u> সহীহ বুখারী।

[১২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তরিময়ি বর্ণনা করছেনে এবং ইমাম তরিময়ি হাদীসটকি হোসান বলছেনে ও ইবন খুযায়মা সহীহ বলছেনে।

<u>[১৩]</u> সহীহ বুখারী।